গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি নতু শুদ্ধয়ে। অতো হীন ইতি ভাব ইত্যেযা। মুক্তাফলটীকাচ—দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাঃ ধনাভিজনাদয়ঃ যদ্বা শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যাৰ্জ্জববিরক্তয়ঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যং দ্বিষড়্গুণাঃ॥ ইত্যত্রোক্তা ইত্যেযা। স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যম্—কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং নত্বষ্টাদশবিত্তকঃ। ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধাৰ্ম্মিকস্তথা॥ কাশীখণ্ডে চ—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ বৃহন্নারদীয়ে—বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥ নারদীয়ে চ—শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ॥ ইতি। অত্রমূলপদ্যে কুলং পুনাতী-ত্যুক্তে স্বং পুনাতীতি স্তুতরামেব সিদ্ধম্। যথোক্তম্—কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভ-বিষ্ণবে নম ইতি॥ ৭।৯॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥ ১০০॥

এইপ্রকারে "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং" (১।৫।১৭) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাও এই প্রসঙ্গের অনুকূল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—ভজন করিতে করিতে যদি কোন সাধক নিজ সাধনপথ হইতে দৈবক্রমে কোন অপরাধবশতঃ বিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহাতে বিশেষ কিছু অমঙ্গল উপস্থিত হয় না। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণপদ্ম ভজন পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্বধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা কিছুই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহা দ্বারাও কর্ম্মসাধন হইতে ভক্তির সুখকরত্ব এবং সুফলদাতৃত্ব দেখান হইল। আরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রবাক্য হইতে ইহাই জানিতে পারা যায় যে, বহু অর্থ ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অতি তুচ্ছ স্বর্গাদি ফললাভ হয়; কিন্তু অল্প অর্থ ও অল্প পরিশ্রমের দ্বারা সাধ্যা যে ভক্তি, তাহার আভাসদ্বারাও পরম মহৎ ফললাভ করিতে পারা যায়। এইসকল বাক্য হইতে ভক্তিতেই নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে—যদি সেই কর্ম্মাদি সাধনের ও ফলের এতই দোষ থাকে, তবে পরমকারুণিক্ শাস্ত্র সেই সকল সাধন অনুষ্ঠান করিবার আদেশ করেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—যতদিন পর্য্যন্ত মহৎসঙ্গ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তি-সাধনের প্রতি আদরবুদ্ধি আসিতে পারে না। অথচ আদরবুদ্ধিটি না আসা পর্য্যন্ত ভক্তি-অনুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আবেশ জন্মিতে পারে না। এইজন্য যতদিন পর্য্যন্ত মহৎসঙ্গ-জন্য সৌভাগ্যবশতঃ ভক্তিতে আদরবুদ্ধি না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তি সম্বলিত কর্ম্মাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে সৎসঙ্গ লাভের সম্ভাবনা আছে। সেই সৎসঙ্গ